দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 DEC 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

রাজধানীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নেয়া হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ দেশে একের পর এক বোমা হামলার ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রায় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাজধানীর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপনসহ গেটে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে (১০ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

রাজধানীতে শিক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

তল্লাশী করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অপরিচিত কাউকে স্কুল কিংবা কলেজের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছেনা। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের দেহ তল্লাশী করে ভিতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। রাজধানীর অনেক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে প্রবেশ দ্বারে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। টেলিফোনের কথা ও নম্বর রেকর্ড করে রাখারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন প্যাকেট কিংবা কোন বস্তু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলেই সবার মধ্যে বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। রবিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হল শাখা অগ্রণী ব্যাংকে সোফার উপরে একটি ছোট সাদা ব্যাগ দেখে পুরো এলাকায় বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাগটি প্রায় দুই ঘন্টা সোফার উপরে থাকায় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ব্যাগটির মালিক না পেয়ে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রমনা থানা পুলিশকে খবর দিলে পুলিশের বোমা বিশেষজ্ঞ দল ঘটনাস্থলে এসে ব্যাগটি চেক করার জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময় ব্যাগটির মালিক বোটানির ছাত্রী জিনাত ইয়াসমিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। জিনাত জানায়, দুপুর ১টায় চেক ভাঙ্গতে এসে ভুল করে ব্যাগটি রেখে চলে যায়। সে ব্যাগ খুলে উপস্থিত সবাইকে দেখালে স্বস্তি ফিরে আসে। গত শনিবার অজ্ঞাত ফোনে বারিধারায় অবস্থিত দি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষকে জেএমবি পরিচয়ে বোমা মেরে ভবন উড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছে। এর আগে গত সপ্তাহে খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নকল বোমা উদ্ধার করা হয়। অনেক স্কুলে তাড়াতাড়ি বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে স্কুল বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইবার বোমা উদ্ধারের পর ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে ক্যাম্পাসে চলছে অনার্স ভর্তি পরীক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিরাপত্তা জোরদার করেছে। আবাসিক হলগুলোতে পরীক্ষার্থীরা প্রবেশপত্রের ফটোকপি, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা জমা দিয়ে রাত্রিযাপন করার অনুমতি নিচ্ছে।